FEB. 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৪...

দৈনিক ইত্তেফাক

একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান

আহমদ মনসুর

একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের পেছনে রয়েছে এক চমকপ্রদ ঘটনা যার মূল উদ্যোক্তা কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম। ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ কানাডায় বসবাসরত "Mother Language Lover of the world" নামের একটি বহুভাষী ও বহুজাতিক ভাষাপ্রেমী গ্রুপ জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠায়। এই চিঠিতে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য দেশের অসংখ্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার না করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে, কাউকে মাতৃভাষা ভুলে যেতে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে, কোন কোন সংস্কার ভাষা বিলুপ্ত হওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের আচরণ সব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদের মারাত্মক লংঘন। একসময়ে বাংলাভাষাকেও এই সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিলো বলে তাদের আবেদনে তারা ২১শে ফেব্রুয়ারীর পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। আবেদনে বলা হয় বাংগালীরা ভাষার জন্য যে জীবন দিয়েছে সেটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। সে জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা দিলে প্রতিটি মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত হবে। তাঁদের চিঠির কথায়, "The Bengalies have played a very important role in Protecting their Mother language from serious crisis related to its existance. In today's world there are many nation and/or Communities still facing serious crisis and threat against their mother Language. মাতৃভাষাপ্রেমিক গ্রুপের এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছিলেন সাত জাতি ও সাত ভাষার দশ সদস্য। এরা হলেন এলবার্ট ভিনজন ও কারমেল ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসেন মোরিন ও সুসান হডগিন্স (ইংরেজ), ডঃ কেলভিন চাও (ক্যান্তনিজ ভাষা), নাজনিন ইসলাম (কাচিভাষা), রিনাতে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দী) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলাভাষা)। এখানে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় দশ সদস্যের মধ্যে বাংলাভাষী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম অন্যান্য ভাষাভাষীর সকল সদস্যকে একুশের তাৎপর্য ও মর্যাদাকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। জাতিসংঘ মহসচিবের দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাদের জানিয়ে দেয়া হয়, বিষয়টির জন্য নিউইয়র্কে নয়, যোগাযোগ করতে হবে প্যারিসে জাতিসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংগঠন ইউনেস্কোর সাথে। এর মধ্যে প্রায় এক বছরের মত সময় অতিক্রান্ত হয়। রফিকুল ইসলাম ধৈর্য্যহারা না হয়ে প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দফতরে টেলিফোন করেন এবং ইউনেস্কোর ভাষা বিভাগের পরিচালক আন্না মারিয়ার কাছে '৯৯-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী লিখিত প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চ আন্না মারিয়া রফিকুল ইসলামের টেলিফোনের বরাত দিয়ে লিখেন,"----.Regarding your request to declare the 21 February as International Mother Language Day the idea is indeed very intersting." একই বছর ৮ই এপ্রিল মারিয়া রফিকুল ইসলামকে আবারো চিঠি লিখেন এবং উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করেন, "---Ofcourse, as I also mentioned to you the eventual adoption of the document depends on the interest of the Board Members" অর্থাৎ, বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোন সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে বিষয়টি উত্থাপিত হতে হবে। আন্না মারিয়া রফিকুল ইসলামকে আরো জানানঃ (১) প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হলে জেনারেল কনফারেন্স করতে হবে। ৩০তম অধিবেশন ১৯৯৯ সনের নভেম্বর/ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে প্যারিসে। (২) প্রস্তাবটি সমর্থন করে যে কোনও একটি দেশ তার নিজের প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপন করবে। (৩) এই ব্যাপারে ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশন-এর প্রস্তাবক হিসাবে তাদেরকে অনুরোধ করতে বলেন। দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, কানাডা, ফিনল্যাণ্ড, ইণ্ডিয়া এবং হ্যাঙ্গেরী। মারিয়া তার নিজস্ব ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে রফিকুল ইসলামকে উল্লেখিত দেশগুলোর ঠিকানা প্রেরণ করেন। মে, '৯৯ থেকে অক্টোবর, ৯৯ইং তারিখ পর্যন্ত রফিকুল ইসলাম উল্লেখিত ৫টি দেশের সাথে যোগাযোগ করেন। ১৬ই আগস্ট, ১৯৯৯ইং তারিখে হ্যাঙ্গেরী প্রস্তাব সমর্থনের কথা জানায়। ফিনল্যাণ্ড প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন জানায়। বাংলাদেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রফিকুল ইসলাম চিঠি প্রেরণ করেন ২৩শে জুন, ১৯৯৯ইং তারিখে। জুলাই, ৯৯ মাসে শিক্ষামন্ত্রণালয় এই বিষয়ে প্রক্রিয়া শুরু করে। প্রক্রিয়ার প্রথমেই এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পরিচালক জনাব মশিউর রহমান ১২ই আগস্ট, ১৯৯৯ ইং তারিখে এক পত্রে শিক্ষা সচিবকে এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের মতামত সংগ্রহ করতে বলেন (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পত্র সংখ্যা ৪২১০৩০০০১১৩৯৯-১৩১, তারিখ ১২/৮/৯৯)। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত সংশ্লিষ্ট অ মন্ত্রণালয়ের মতামত চেয়ে চিঠি পাঠানো হয় (পত্র নং বিএনসিইউ/ইডি-২৫/৯৯/৬৬৭ শি তারিখঃ ১৮/৮/১৯৯৯)। ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ইং তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান কার্যালয়কে জানানো হয় যে, উক্ত দিন পর্যন্ত তারা একটি মাত্র মন্ত্রণালয়ের মতামত পেয়েছে। অবস্থায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আরো জানানো হয় যে, "আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস" সম্প আমাদের প্রস্তাব আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯ইং তারিখের মধ্যে অবশ্যই পৌছাতে হবে প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য সারসংক্ষেপ পেশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রস্তা গুরুত্ব বিবেচনা করে সাথে সাথে প্রস্তাবটির অনুমোদন করে দ্রুত প্রস্তাবটি প্যারিসে ইউনে দফতরে প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করেন। ৯৯ইং তারিখে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রস্তাবটি প্যা ইউনেস্কোর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ প্রস্তাবের শেষ লাইনে ে ".... Proposes that 21 February be-proclaimed-Internatic Mothers language day throughout the world to Commemoı the martyrs who sacrifieed their lives on this very date in 1952."। এবার ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের ১৫৭ তম অধিবেশন এবং ৩০তম সাধারণ সম্মেলন। এই অধিবে ইউনেস্কোর সদর দফতর প্যারিসে বসে। যথাসময়ে প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে বাংলা প্রতিনিধিদল এবং প্রতিনিধি দলের নেতা শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচকে সাদেক যোগদান কর শিক্ষামন্ত্রী অধিবেশনে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোল ত্যাগের কথা ১৮০টি দেশের সদস্যদের কাছে তুলে ধরেন। শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের প উপস্থিত ছিলেন সচিব ডক্টর সাদত হোসেন, ডক্টর সাইদুর রহমান খান, ইউনেস্কোয় নি কমিশনার প্রফেসর কফিলউদ্দিন ও ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইশতিয়াক চৌধু শিক্ষামন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল ইউনেস্কোকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, দিবসটি প করতে প্রকৃতপক্ষে ইউনেস্কোর একটি ডলারও লাগবে না। বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষ নিজে নিজেদের মাতৃভাষার জয়গান গাইতে দিব পালন করবে। শিক্ষামন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এবু ফেব্রুয়ারীকে আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দি হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার জন্য প্রস্তাব ে করেন। প্রস্তাবক হিসাবে মূল অধিবে বাংলাদেশের সংগে সৌদি আরবের নামও হয়। প্রস্তাবের সমর্থক হিসাবে যে সকল দে নাম উচ্চারিত হয় সেই দেশগুলি হলোঃ ওম বেনিন, শ্রীলংকা, মিশর, রাশিয়া, বাহাম ডোমিনিকান রিপাবলিক, বেলারুশ, ফিলিপি আইভরি কোষ্ট, ভারত, হণ্ডুরাস, গাম্বি মাইক্রোনেশিয়া, ভেনুয়াতু, ইন্দোনেশি ইতালী, পাপুয়া নিউগিনি, কমোরোস, পাকিস্ত ইরান, লিথুনিয়া এবং সিরিয়া। কয়েকটি পশ্চি দেশ প্রস্তাবের স্বপক্ষে প্রথমে সায় দেয়নি। পরে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার শিকাগোর মার্কেটে যে সকল শ্রমিক প্রাণ উৎসর্গ করেন তাদের স্মরণে প্রতিবছর সারা পৃথিবীতে মে দি পালন করার দৃষ্টান্ত পেশ করা হলে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ক্ষীণ আপত্তিটুকুও মিলিয়ে যায়। আলা আলোচনা, বৈঠক ও সংলাপের পর ১৭ই নভেম্বর, ১৯৯৯ সর্বসম্মতিক্রমে ইউনেস্কোর প্রথম দ্বিতীয় কমিশনে বাংলাদেশের প্রস্তাব গৃহীত হয় অর্থাৎ মহান ২১শে ফেব্রুয়ারী বিশ্বের ১৮৮টি দে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (International Mother Language Day) হিসাবে পালে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ২১শে ফেব্রুয়া স্বীকৃতির জন্য আমরা কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের অবদা কথা সর্বপ্রথম স্মরণ করবো। এছাড়া ইউনেস্কো সদর দফতরে কর্মরত বাংগালী কর্মকর্তা তোজা হক টনির অবদানও অপরিসীম। সর্বশেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষে গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ কর এই স্বীকৃতিরই ফলস্বরূপ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সালে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতি মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারীর এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ফলে আমাদের দায়িত্ব আরো অনেক বেড়ে গে নিজের মাতৃভাষার উন্নয়নে আমাদের সকল কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আমা মাতৃভাষার দৈন্যতা মোচন করতে হবে যাতে বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সাথে আমাদের পরিচয় ঘ এবং আমরা বিশ্বের দরবারে সঠিকভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারি। পৃথিবীর অন্য দেশে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার ও স্বীকৃতির জন্য যারা কাজ করেছেন তাদের কর্মকাণ্ডে আ

> *আন্তর্জার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ২১শে ফেব্রুয়ারীর স্বীকৃতির জন্য আমরা কানাডা প্রবাসী বাংলাদেশী রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের অবদানের কথা সর্বপ্রথম স্মরণ করবো। এছাড়া ইউনেস্কো সদর দফতরে কর্মরত বাংগালী কর্মকর্তা তোজাম্মেল হক টনির অবদানও অপরিসীম। সর্বশেষে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতে ২১শে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতিরই ফলস্বরূপ গত ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সালে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়।*